দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 09 DEC 2017
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৩

বিশ্ববিদ্যালয়ে উন্নীত হলেও লাইব্রেরির স্তর প্রাথমিকে

■ জুবাইর আব্দুল্লাহ

নানা জটিলতায় রাজধানীর পুরান ঢাকায় অবস্থিত দেশের অন্যতম শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরি। অবকাঠামোগত করুণ দশায় বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় লাইব্রেরিটি। স্কুল থেকে কলেজ এবং কলেজ থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে উন্নীত হলেও এখনো লাইব্রেরি পার করতে পারেনি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ধাপ।

একটি বিশ্ববিদ্যালয় কতটা সমৃদ্ধ তা বোঝা যায় তার লাইব্রেরির সমৃদ্ধি থেকে। তবে ভিন্ন চিত্র লক্ষ্য করা যায় এ বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরির চিত্র দেখে। প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ে লাইব্রেরির জন্য আলাদা ভবন থাকলেও জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে লাইব্রেরির জন্য আলাদা কোনো ভবন নেই। বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন ভবনের ৬ষ্ঠ তলায় স্বল্প পরিসরে কেন্দ্রীয় লাইব্রেরির অবস্থান। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই কাঙ্ক্ষিত বই পান না বলে অভিযোগ করেছেন শিক্ষার্থীরা। এছাড়া লাইব্রেরিতে নিজস্ব বই নিয়ে প্রবেশেও রয়েছে সীমাবদ্ধতা। সম্প্রতি লাইব্রেরির প্রবেশ পথের পাশে নির্দিষ্ট একটি অংশে স্বল্পসংখ্যক পাঠক নিজস্ব বই নিয়ে পড়ার সুবিধা পাচ্ছেন। তবে সেখানেও সমস্যা রয়েছে। নেই পর্যাপ্ত বসার জায়গা। অন্যদিকে প্রবেশ পথের পাশে হওয়ায় কর্মকর্তাদের নিজেদের মধ্যে কথাবার্তায় পাঠে মনোনিবেশে বিঘ্ন ঘটে শিক্ষার্থীদের। শিক্ষার্থীদের জন্য আলাদা কোনো পাঠকক্ষ নেই। নেই জেনারেটর কিংবা ফটোকপির ব্যবস্থা। রেফারেন্স রুম থাকলেও তাতে রয়েছে পর্যাপ্ত বইয়ের সংকট।

জানা যায়, কলেজ আমলে বর্তমান বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন ভবনের জায়গায় দুইতলা বিশিষ্ট লাইব্রেরি ছিল। বর্তমান নতুন ভবনের ৬ষ্ঠ তলার একটি অংশ লাইব্রেরি হিসাবে ব্যবহার করা হচ্ছে। সম্প্রতি কম্পিউটার সায়েন্স বিভাগ একটি অংশ শ্রেণিকক্ষ হিসেবে ব্যবহারের জন্য নেওয়ার ফলে লাইব্রেরির স্থান আরো সংকুচিত হয়ে পড়েছে। ২০১৬ সালে কম্পিউটার সায়েন্স ও ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ ছয় মাসের জন্য লাইব্রেরির একটা অংশ নিয়ে এখন পর্যন্ত বিভাগটির কম্পিউটার ল্যাবের জন্য ব্যবহার করছে।

বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়ে ৩৮ টি বিভাগে অধ্যয়নরত ২০ হাজারের বেশি শিক্ষার্থীর বিপরীতে লাইব্রেরিতে আসন সংখ্যা মাত্র ২৫০টি। লাইব্রেরির হিসাবে ২৮ হাজারের বেশি বই থাকলেও তা প্রয়োজনানুযায়ী পাওয়া যায় না বলে অভিযোগ করেছেন অনেকে। ব্যবহার অযোগ্য হয়ে পড়েছে অনেক পুরাতন বই। রেফারেন্স বই রয়েছে প্রায় ৩

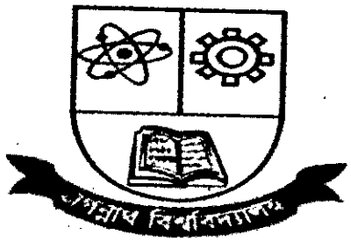

নেই নিজস্ব ভবন, আসন সংখ্যা সীমিত, টেন্ডার জটিলতায় গত বছর বই কেনা হয়নি, নেই ফটোকপি মেশিন, অপর্যাপ্ত কর্মকর্তা কর্মচারী

হাজারের মত। লাইব্রেরি অংশের বাইরে একটি কক্ষে মুক্তিযুদ্ধ কর্নার রয়েছে। সেখানে বঙ্গবন্ধু, মুক্তিযুদ্ধ ও ইতিহাস নির্ভর বই রয়েছে। এ কক্ষের একদিকে শিক্ষার্থীদের জন্য ১১টি বাংলা ও ৩টি ইংরেজি নিয়ে মোট দৈনিক সংবাদপত্র রাখা হয় ১৪ টি। এছাড়া ৫ টি বাংলা ও ২ টি ইংরেজি মিলে মোট সাতটি সংবাদপত্র সংরক্ষণের জন্য রাখা হয়।

২০১৩ সালে লাইব্রেরিকে আধুনিক করার জন্য ই-লাইব্রেরি চালু করা হয়। ই-লাইব্রেরিতে বর্তমানে শিক্ষার্থীদের জন্য ২৩ টি ও শিক্ষকদের জন্য ৭ টি কম্পিউটার রয়েছে। তবে সেগুলোর বেশিরভাগই অকেজো। তবে আগামী বছরের প্রথম দিকে নতুন ২৫ টি ল্যাপটপ কম্পিউটার সংযোজিত হতে পারে বলে জানিয়েছেন কর্তৃপক্ষ। তবে বিভাগগুলো ই-লাইব্রেরির বইয়ের সঙ্গে সংযুক্তি রেখে সিলেবাস না করায় তা শিক্ষার্থীদের কাজে আসছে না বলেও মনে করছেন সংশ্লিষ্ট অনেকে। ই-লাইব্রেরিতে বাংলা ভার্সনের বই, সাহিত্য, মুক্তিযুদ্ধ ও ইতিহাস নির্ভর বই না থাকায় শিক্ষার্থীরা ই-লাইব্রেরি বিমুখ বলেও জানা যায়। এছাড়া ই-লাইব্রেরিতে দক্ষ টেকনিশিয়ান না থাকায় শিক্ষার্থীরাও নানা সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন।

লাইব্রেরিতে কর্মরত কর্মকর্তা-কর্মচারীর সংখ্যা ৩১ জন যা পর্যাপ্ত নয়। যাও বা আছে তাদের মধ্যে অধিকাংশ স্থায়ী নয়। কর্মকর্তাদের ১০ জনের মধ্যে ৫ জনই অস্থায়ী এবং ২১ জন কর্মচারীর মধ্যে ৪ জন স্থায়ী, বাকি সবাই দিনমজুর হিসেবে। তবে সংকট কাটিয়ে ওঠার জন্য ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে লাইব্রেরির জন্য ২৫ লাখ টাকা বই কেনার জন্য বরাদ্দ রাখা হয়েছে বলে জানিয়েছেন সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ।

কেন্দ্রীয় লাইব্রেরির গ্রন্থাগারিক এনামুল হক বলেন, আইটি সেন্টারে লোক কম থাকায় ই-লাইব্রেরির নষ্ট কম্পিউটারগুলো ঠিক করতে দেরি হচ্ছে, জেনারেটরের জন্য প্রশাসনকে জানানো হয়েছে। লাইব্রেরিতে বর্তমানে ২৫০ জন শিক্ষার্থীর আসনের ব্যবস্থা রয়েছে। আগামীতে ৬০টি আসন বৃদ্ধি করা হবে বলেও জানান তিনি।

এ বিষয়ে উপাচার্য ড. মীজানুর রহমান বলেন, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে দেশের প্রথম অনলাইন লাইব্রেরি চালু করা হয়েছিল। বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় লাইব্রেরিকে একটি আধুনিক লাইব্রেরিতে রূপান্তরিত করার জন্য চেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। এখন হাতে বই পড়ার চেয়েও ই-বুকে শিক্ষার্থীদের আগ্রহ বেশি। ই-লাইব্রেরিকে আরো সমৃদ্ধ করা হবে। এ ছাড়া এ বছর জটিলতা দূর করে টেন্ডারের মাধ্যমে বই কেনারও সিদ্ধান্ত নিয়েছেন বলে জানান তিনি।